৫) ইলতুৎমিস থেকে আলাউদ্দিন খলজি পর্যন্ত মুসলিম রাজতন্ত্র আদর্শের ~~বিশ্লেষণ~~ বর্ণনা কর?

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম থেকেই সুলতানি শাসন বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ছিল। সর্বপ্রথম ইলতুৎমিস আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লির সুলতানি শাসনকে সুসংহত করেন। অতঃপর সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন, আলাউদ্দিন খলজি, মহম্মদ বিন তুঘলক প্রমুখ তাদের রাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রয়োগের মাধ্যমে উক্ত বিষয়গুলির প্রতি একটি সুনির্দিষ্ট নীতি নিয়ে সাম্রাজ্যের শক্তিকে সুসংহত করেন।

ইলতুৎমিসের রাজতান্ত্রিক আদর্শ

ড. ঈশ্বরী প্রসাদ ইলতুৎমিসকে 'দাসবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা' বলে অভিহিত করেছেন। কারণ ইলতুৎমিসই প্রথম তুর্কি সাম্রাজ্যকে সুসংহত করে ভারতের সুলতানি সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ইলতুৎমিস নব্য প্রতিষ্ঠিত সুলতানি সাম্রাজ্যকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলেন। তিনি গজনী ও ঘুর রাজ্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে একটি পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে দিল্লির সুলতানি শাসনকে গড়ে তোলেন। তিনি 'মুইজ্জি' ও 'কুতবি' নামে বিশুদ্ধ আমলাদের অপসারিত করে দাস-তুর্কি, স্বাধীন-তুর্কি ও স্থানীয় হিন্দুদের নিয়ে একটি নতুন আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তুর্কি আমীরদের আস্থা অর্জন করতেন কিন্তু শাসন ক্ষমতা তিনি নিজের হাতেই কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রশাসনের বিভিন্ন পদে তিনি তার পছন্দের লোকজনকেই নিয়োগ করতেন। সর্বোপরি ইলতুৎমিস সিংহাসনের রাজকীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে 'সুলতান-ই-আজম' উপাধি গ্রহণ করেন এবং নিজেকে 'খলিফার সেনাপতি' বলে ঘোষণা করেন। সুলতানের এরূপ ঘোষণার ফলে সমগ্র মুসলিম জগতে দিল্লি সুলতানির পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃতি লাভ করে এবং দিল্লি সুলতানির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

বলবনের রাজতান্ত্রিক আদর্শ:

দিল্লির সুলতানদের মধ্যে অন্যতম বলবন সুলতানদের শক্তি বৃদ্ধি ও রাজতন্ত্রের মর্যাদা সম্পর্কে সর্বদা সচেতন ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, চরম স্বৈরতন্ত্রের দ্বারাই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান ও প্রজাদের আনুগত্য আদায় করা সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলবন তার রাজতান্ত্রিক আদর্শ ঘোষণা করেন। দিল্লির সুলতানদের মধ্যে একমাত্র বলবনই রাজতন্ত্র সম্পর্কে তার আদর্শ ও নীতি সুবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন। জিয়াউদ্দিন বরনীর 'ফতোয়া-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থে বলবনের রাজতন্ত্রের আদর্শ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। তবে ঐতিহাসিক মহম্মদ ইসামী কিছু ব্যবধানের ফলে বিষয়টির যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। কারণ বরনী নিজেও বংশমর্যাদা বা জাত্যাভিমানের ভেদাভেদ সম্পর্কে গোঁড়া ছিলেন। যাইহোক নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবের কারণে বরনীর বক্তব্যকে সঠিক বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

রাজতন্ত্রের মর্যাদা ও সুলতানের শক্তি বৃদ্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে বলবন সদা-সচেতন ছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, একমাত্র তবেই ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর এবং সামগ্রিকভাবে সুলতানির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব রক্ষা করা সম্ভব। বলবন প্রচার করেন যে, রাজা হলেন স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তিনি নিজেকে 'নায়েব-ই-খুদাই' বা 'খোদার নায়েব' বা 'জিলিল্লাহ' বা ঈশ্বরের ছায়া বলে ঘোষণা করেন। বলবন প্রচার করেন যে অভিজাত বা সাধারণ মানুষের থেকে রাজার অস্তিত্ব পৃথক। বলবন পারস্যের সাসানীয় বংশের রাজতান্ত্রিক আদর্শের অনুকরণে তার নরপতিত্বের আদর্শ প্রচার করেন। তিনি বলেন মানুষের পৃথিবীতে রাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তার মতে রাজার হৃদয় হল ঈশ্বরের স্বর্গীয় ধন ভাণ্ডারের আধার।

এবং তখন থেকেই ঈশ্বরের ইচ্ছা কল্যাণের সত্য নির্ধারিত হয়। রাজার মহানতা ও মর্যাদা সম্পর্কে প্রসঙ্গে বলবন তার পুত্র বুগরা খাঁকে বলেছিলেন: 'The heart of the king is the special respiratory of God's favour and in this he has no equal among mankind.' এ কারণে তিনি রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক উৎস এবং অভিজাতবর্গ কিংবা প্রজাসাধারণের থেকে রাজার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও মহত্বের তত্ত্ব প্রচার করেন। বলবন সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশাকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। সরকারি কোনো পদে প্রার্থী এলে নিয়োগের সময় তিনি তার বংশকৌলিন্য ভালোভাবে দেখে নিতেন। এমনকি তিনি রাজকার্যে পদে কৌলিন্যহীন ব্যক্তির নিয়োগকে অপরাধ বলে মনে করতেন।

বলবন রাজদরবারে নানান নতুন আদব কায়দা ও পারসিক রীতিনীতি প্রচলন করেন। তিনি সর্বদা জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরে এবং তরবারি হাতে বিশাল দেহরক্ষী বাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে দরবারে বা জনসমক্ষে আসতেন। দরবারে হালকা হাসিঠাট্টা ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করেন। পারসিক রীতি অনুসারে তিনি দরবারে 'সিজদা' – সুলতানের সামনে নতজানু হওয়া, 'পাইবস' – দরবারে সুলতানের সিংহাসনের পাদযুগল চুম্বন করা। এছাড়া তিনি রাজদরবারে গালিচা, সোনার বাসন আসবাবপত্র প্রভৃতি স্থাপন করে ~~তিনি~~ প্রাসাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন।

□ বলবন তুর্কি আমীর ও মালিকদের বুঝিয়ে দেন যে, তিনি জনসাধারণের ইচ্ছায় নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছায় রাজপদ লাভ করেছেন। তাই তাঁর কাজের জন্য তিনি একমাত্র ঈশ্বরের কাছেই জবাবদিহি করতে বাধ্য অন্য কারো কাছে নয়। তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করাকে তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেন। এজন্য বিচার বিভাগে তিনি নিরপেক্ষতা রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

অভিজাতরা অপরাধ করলে তাদেরও শাস্তি দিতে তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে 'চল্লিশ চক্রকে' তিনি উচ্ছেদ করেন।

আলাউদ্দিনের রাজতান্ত্রিক আদর্শ :

বলবনের মতো আলাউদ্দিন ও সুলতানের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও ক্ষমতার ঐশ্বরিক অধিকারে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। বলবনের মতো আলাউদ্দিন ও নিজেকে 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতিনিধি' বলে মনে করতেন। তবে বলবনের রাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে আলাউদ্দিনের রাজতান্ত্রিক আদর্শের কিছু নীতিগত পার্থক্য ছিল। তার মতে, ঈশ্বরের 'মনোনীত ব্যক্তি' হিসাবে সুলতান যেকোনো মানুষের তুলনায় অধিক প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। এই সুলতানের ইচ্ছাই ছিল আইন। তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয় বলে মনে করতেন। তার মতে রাষ্ট্রের অন্যসকল মানুষ তার ভৃত্য বা প্রজা। ~~তিনি মনে করতেন~~ আলাউদ্দিন ব্যক্তিগত জীবনে মুসলমান হওয়ায় গর্ববোধ করতেন। তবে রাজতন্ত্র বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তিনি ধর্মের প্রাধান্য মানতে রাজি ছিলেন না, ~~রাজতন্ত্র~~ রাজনীতি থেকে ধর্মকে তিনি সম্পূর্ণ পৃথক করেন। আলাউদ্দিনের আগে কোনো সুলতান অভিজাত শ্রেণীর কোনো কাজের ~~বিরোধিতা~~ করার সাহস দেখাতে পারেনি। এমনকি বলবনও আলাউদ্দিন অভিজাত শ্রেণীর মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করেননি। কিন্তু আলাউদ্দিন সর্বপ্রথম অভিজাত ও উলেমা শ্রেণীর আধিপত্য বিনষ্ট করে রাজতন্ত্রকে নতুন মর্যাদায় উন্নীত করেন। তিনি কয়েকটি নতুন আইন প্রবর্তন করে অভিজাতদের দমন করেন এবং তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেন।

আলাউদ্দিন রাজনীতি থেকে উলেমাদের আধিপত্য সম্পূর্ণ দূর করেন। উলেমাদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার জন্য আলাউদ্দিন ঘোষণা করেন যে,

'রাজনীতি' ও 'ধর্মনীতি' সম্পূর্ণ পৃথক দুটি বিষয়। উলেমাদের কাজ হল ধর্মনীতি চর্চা করা, রাজনীতি করা নয়। উলেমাদের সম্পর্কে আলাউদ্দিন যে মনোভাব গ্রহণ করেন তার সঙ্গে ঐতিহাসিক বেয়ানার কাজি মুগিসুদ্দিন একমত ছিলেন না। এই আলাউদ্দিন তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'কোনটি আইন সম্মত বা কোনটি বেআইনি তা আমি জানি না। রাষ্ট্রের কল্যাণ বা প্রয়োজনের জন্য রাষ্ট্রের আবশ্যক যাকে বলে মনে করি, আমি তাই কার্যকরী করি। আসন্ন কেয়ামতের বিচারের দিন আমার কী হবে সে চিন্তা আমি করি না।' ("I do not know whether this is lawful or unlawful; whatever I think to be for the good of the State or suitable for the emergence that I decree, and as for what may happen to me on the approching day of Judment that I know not.") আলাউদ্দিন এই কথার প্রসঙ্গে কাজীকে বলেন, 'সাধারণ মানুষ একগুঁয়ে এবং রাজাজ্ঞা অমান্য অগ্রাহ্য করে। প্রবণতাই তাদের শিক্ষা। তাই সুলতানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ~~নিয়ন্ত্রণ~~ করার জন্য আমি তাদের ওপর কঠোরতম শাস্তি চাপিয়ে দিতে বাধ্য।'

ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আলাউদ্দিনের এই ধারণা হল তার একনায়কতন্ত্রী শাসনের পরিণতি। মোঙ্গলদের আক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা থেকে আলাউদ্দিন দেশকে সাফল্যের সঙ্গে মুক্তি দিয়েছিলেন; তাতে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত ব্যক্তিত্ব হিসাবে আলাউদ্দিনকে গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রজাদের মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। নিজের এই নীতি সম্পর্কে আলাউদ্দিন সচেতন ছিলেন বলেই একেবারে অতীতের এত বড় একটা ঐতিহ্যকে ভেঙে বেরিয়ে আসার মত সাহস তিনি দেখিয়েছিলেন। সুলতানের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য খলিফার অনুমোদন একান্ত আবশ্যিক বলে আলাউদ্দিন মনে করতেন না, তাই তিনি কখনোই খলিফার অনুমোদন লাভের চেষ্টা করেননি বা নিজেকে 'খলিফার ভৃত্য' বলে অভিহিত করেননি।

তবে তিনি নিজেকে খলিফার সহকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'ইয়ামিন-উল্-খলিফা' উপাধি গ্রহণ করেন। ড. শ্রীবাস্তব-এর মতে, আলাউদ্দিন রাজনৈতিক প্রভু হিসাবে খলিফাকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এরূপ উপাধি নেননি। আসলে আলাউদ্দিন খিলাফতের ধর্মীয় পবিত্রতা ও ঐক্যকে রক্ষা করার জন্যই এই উপাধি ধারণ করেছিলেন। কিন্তু এসত্ত্বেও আলাউদ্দিন রাজনীতিকে ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত করার চেষ্টা করলেও, তাঁর রাজাদর্শ কতখানি ধর্মনিরপেক্ষ ছিল, তা বলা কঠিন। ড. আর.পি. ত্রিপাঠী বলেছেন: "যে অর্থে আকবরকে ধর্মনিরপেক্ষ বলা যায়, সেই অর্থে আলাউদ্দিনকে বলা চলে না, কারণ আলাউদ্দিনের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা ছিল প্রয়োজন ভিত্তিক, আদর্শ ভিত্তিক নয়।" কিন্তু এই সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আলাউদ্দিনের রাজতন্ত্রের আদর্শ নবীন পথের দিশারী হিসাবে স্মরণীয়। মধ্যযুগীয় পরি তিনি প্রবল প্রতাপশালী অভিজাত এবং উলেমাদের ~~ধর্ম~~ প্রভাব থেকে রাজতন্ত্রকে মুক্ত করার যে উদ্যোগ নেন তা অভূতপূর্ব।

সুতরাং উপসংহারে বলা যায় সুলতানি যুগে ইলবারিদের আমলে রাজতন্ত্রের আদর্শের যাত্রা শুরু হলেও সর্বপ্রথম এর সার্থক প্রয়োগ ঘটান গিয়াসউদ্দিন বলবন। তবে ধর্মকে রাষ্ট্রনীতি থেকে পৃথক করে এবং সকল শ্রেণীর মুসলিমদের জন্য প্রশাসনের দরজা খুলে দিয়ে আলাউদ্দিন খলজি নিঃসন্দেহে অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন।

—০—